অপবাদ ও মানহানীর বিরুদ্ধে একটি সামাজিক প্রতিবাদ

সিডনীস্থ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের (বি.আই.সি) ভুতপুর্ব সভাপতি জনাব আয়ুবুর রহমান চৌধুরী (আঃরঃচৌ) গত ২৩, ২৭ এপ্রিল এবং ৯ই মে ২০১১ আমাকে কয়েকটি ইমেইল করেন যা তিনি কমিটির অন্যান্যদের মাঝে এবং তার লোকাল পুলিশ ষ্টেশনেও 'সি.সি' করে প্রেরণ করেছিলেন। উক্ত ইমেইলে তিনি আমাকে বিভিন্ন সময়ে বি.আই.সি (সেফটন মসজিদ) সংগঠনের অর্থ আত্মসাৎ সম্পর্কে দায়ী করেন। প্রাপ্ত ইমেইলের ইংরেজী শব্দ গঠন, ব্যাকরন এবং সার্বিক ভাষা আমাকে দারুনভাবে মর্মাহিত করেছে। আমি ভাবতে পারিনি তাঁর মত একজন বাংলাদেশী প্রাক্তন শিক্ষক ও বিজ্ঞ ব্যক্তি এরূপ শিশুসুলভ আচরণ করবেন এবং প্রবাসী মুসলমান কমিউনিটিকে এরূপ একটি নাজুক ও বিব্রতকর অবস্থায় ফেলবেন।

উক্ত ইমেইলগুলোতে তিনি অভিযোগ আনেন যে পরপর দুইবছর, ২০০৯ এবং ২০১০ সনের বার্ষিক সাধারন সভার পুর্বে আদায়কৃত মেম্বারশীপ কালেকশন-মানি ৯১২০ ডলার এবং কোন এক শুক্রবারের ডোনেশন ফান্ড থেকে আরো বাড়তি ১০০০ ডলার আমি আত্মসাত করেছি। উক্ত অভিযোগের দায় আমার কাঁধে দিয়ে তিনি আমাকে বি.আই.সি'র কার্যকরী সংগঠনের সাধারন সম্পাদকের পদ থেকে বহিস্কার করেন। আমার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে ও পরে তিনি কার্যকরী সংসদ থেকে আরো নয় জন (৫+৪) সদস্যকে বহিস্কার করে নিজের একান্ত পছন্দের কয়েকজনকে সংসদে অর্ন্তভুক্ত করেন। বহিস্কার ও অর্ন্তভুক্তিকরন আদেশগুলো জারী করার সময় তিনি কার্যকরী সংসদ থেকে কোন অনুমোদন নেননি। যারফলে আমাদের বিরুদ্ধে নেয়া তার সিদ্ধান্তটি ছিল সম্পুর্ন অসাংবিধানিক, স্বৈরাচারমুলক এবং আইনের সীমালঙ্গন সম। উক্ত সিদ্ধান্তগুলো তিনি নিয়েছিলেন যখন চলতি কার্যকরী সংসদের (২০০৯-২০১১) মেয়াদ ছিল মাত্র আনুমানিক ৬ (ছয়) সপ্তাহ।

বি.আই.সি'র গোড়ার দিক থেকে আমি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত। পরবর্তিতে কার্যকরী সংসদে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৬ (ছয়) বছরেরও অধিক আমি জড়িত আছি। নিজের ঘামঝরা উর্পাজন থেকে যখন যা সম্ভব ছিল এবং নিজের ব্যক্তিগত সময় থেকে অনেক সময় আমি এই মসজিদের উন্নয়ন স্বার্থে নিবেদন করেছি। জনাব আঃরঃচৌঃ উক্ত সংগঠনে যোগ দিয়েছেন মাত্র দেড় বছর আগে। সভাপতি হিসেবে দায়ীত্ব পাওয়ার পর দীর্ঘ ১০ মাস আমার বিরুদ্ধে তিনি কোন অভিযোগ আনেননি। আমি অবগত আছি যে তিনি তার বর্তমান প্রধান উপদেষ্ঠা হারুনুর রশীদ (আজাদ) এর বিরুদ্ধে দুবছর আগে ধাপ্পা করে মসজিদের অর্থ ধরে রাখার বিষয়ে এখনো কোন অভিযোগ আনেননি। অথচ আমার বিরুদ্ধে সম্পুর্ন মিথ্যা ও প্রমানহীন অভিযোগগুলো এনে তিনি বারবার জনসমক্ষে আমাকে লাঞ্চিত করেছেন এবং অশ্লীল ইমেইলের মাধ্যমে আমাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্থ করেছেন। আমি তাকে অনেকবার জিজ্ঞেস করেছিলাম হাঃরঃ আজাদকে তার ঐ ধাপ্পবাজী করে নেয়া টাকার জন্যে তিনি কি কখনো 'রিমাইন্ডার' দিয়েছিলেন, না দিলে কেন দেয়নি? তিনি আমার পশ্নের কোন প্রতিউত্তর দেননি। তারপর আমি তাকে মৌখিক এবং লিখিতভাবে (ইমেইল এবং রেজির্ষ্টাড পোষ্ট) কয়েকবার অনুরোধ করেছিলাম আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রমানগুলো আমাকে দেয়ার জন্যে। তিনি আজোব্দি সর্ম্পুন নিশ্চুপ আছেন এবং আমার পাঠানো কোন ইমেইল এবং চিঠির কোন উত্তর তিনি দেননি।

জনাব আঃরঃচৌঃ হয়তবা জানেন না যে শুধুমাত্র অভিযোগকারীকেই প্রমান করতে হবে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী বা দায়ী। অপরাধ আইনে দোষের দায় খন্ড করার দায়ীত্ব অভিযুক্ত ব্যক্তির নয়। আমি দৃঢভাবে বিশ্বাস করি তিনি আমার বিরুদ্ধে জনসমক্ষে বা আদালতে, তার দু'জন ঘনিষ্ঠ সহযোগী ব্যতীত, আর কোন দালিলিক প্রমান এবং সাক্ষী উপস্থাপন করতে পারবেন না। আমি আজ প্রকাশ্যে ঘোষনা দিচ্ছি যে তিনি যদি আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কোন দালিলিক প্রমান 'কমিউনিটির আদালত' অথবা অষ্ট্রেলিয়ান কোন আদালতে উপস্থাপন করতে পারেন তবে আমি অভিযুক্ত সকল অর্থ

পরিশোধ করে বি.আই.সি'র কর্মকান্ড থেকে চীরবিদায় নিব। আমি মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বাঁচতে চাইনা, এহেন জীবনের পার্থিব এবং অপার্থিব উভয় জগতে কোন মুল্য নেই। আমি দৃঢ কণ্ঠে বলতে চাই যে, বি.আই.সি'র সভাপতি থাকাকালে তারই উপদেষ্ঠা ও ঘনিষ্ঠ সহযোগী হারুনরু রশীদ আজাদকে ধাপ্পাবাজী করে ধরে রাখা মসজিদের অর্থ আদায়ের জন্যে তিনি কখনো কোন 'রিমাইন্ডার' দেননি। যদি দিয়ে থাকেন এবং এমন কোন প্রমান (ইমেইল অথবা অফিসিয়াল চিঠি) যদি তিনি কমিউনিটির সামনে দেখাতে পারেন তবে আমি সিডনী ছেড়ে চলে যাবো। তাহলে আমার প্রশ্ন যার বিরুদ্ধে অর্থ ধাপ্পাবাজীর জ্বলন্ত প্রমান বিদ্যমান তাকে কোন রিমাইন্ডার অথবা সংসদ থেকে বহিষ্কার না করে কেন নিরপরাধী ও নিরীহদের বিরুদ্ধে তিনি দৌড়ঝাঁপ শুরু করলেন? কি তার উদ্দেশ্য ছিল? সমাজে ছদ্মনামে চলা ব্যক্তিদেরকে তিনি কিভাবে তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে সংসদে রাখেন? মতিউর রহমান নামক ব্যক্তিটি যখন আবদুল হাকীম নামে দীর্ঘদিন কমিটিতে লুকিয়ে ছিল তখন কি তিনি কোন সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? কোথায় তিনি তার সততা, প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞতা দেখালেন? কেন তিনি আমার গায়ে মিথ্যা কলঙ্কের কালীমা মেখে আমাকে আইনের আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছেন? আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রমানগুলো কেন তিনি আজোব্দি উপস্থাপন করতে পারেননি? কেন তিনি আমার জিজ্ঞাসিত ইমেইল ও রেজিস্টার্ড চিঠিগুলোর উত্তর দিচ্ছেননা? কেন তিনি আমাকে তার বিরুদ্ধে 'মানহানী' মামলা করার জন্যে পুনরায় আদালতে ঠেলে দিচ্ছেন? এ জবাব কে দেবে? আমি সিডনীর বাংলাদেশী সমাজের সংশ্লিষ্ঠ অনেকের দ্বারে-দ্বারে গিয়েছি, আহাজারী করেছি যেন আঃরঃচৌঃ আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো দালিলিক প্রমান সহ পরিবেশন করেন। কিন্তু আজোব্দি যারাই তার কাছে এ দাবী করেছেন তারা সকলেই ব্যর্থ হয়েছেন বলে আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

আমি জানি আয়ুবুর রহমান চৌধুরী আমার এই প্রতিবাদের কোন উত্তর দিতে পারবেননা এবং দেবেন না। কারন আমি জানি আমার বিরুদ্ধে তার কাছে কোন প্রমান নেই।

আয়ুবুর রহমান চৌধুরীর বিরুদ্ধে আমার দায়েরকৃত চলন্ত মামলার একাংশের রায় সম্প্রতি তার বিরুদ্ধে যাওয়ার পর তিনি অর্থনৈতিক ক্ষতির কথা ভেবে আদালত কক্ষে মুষঢে পড়েন। তারপর তিনি আদালতকে অনুরোধ করেন যেন তার মামলার খরচটি বি.আই.সি'র মসজিদের ফান্ড থেকে তোলার আদেশ দেয়া হয়। আদালত তার আবেদন অনুমোদন করেননি। আঃরাঃচৌঃ তার ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক লোকসানের কথা ভেবে পরবর্তিতে আদালতে উকিল নেয়াও ছেড়ে দেন। ইতিমধ্যে মামলাতে তার যে অর্থ ব্যয় হয়েছে এবং হবে সেই খরচ আগামীতে বি.আই.সি'র নির্বাচনে জিতলে মসজিদের ফান্ড থেকে পরিশোধ করা হবে বলে তার সহযোগীরা তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এখন আমার প্রশ্ন, যে ব্যক্তির গোঁয়ার্তমি, সাংগঠনিক অদক্ষতা ও নির্বুদ্ধিতার কারনে নিজের অর্থ খরচ করে আজ আমাকে আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছে সেই ব্যক্তি কীভাবে মসজিদের ফান্ড থেকে তার মামলার খরচ তোলার চিন্তা করতে পারে? এটা কী ধরনের নৈতিকতা? আঃরাঃচৌঃ নিজেকে যেভাবে সৎ ও শিক্ষিত হিসেবে সমাজে দাবী করছে, এটাই কি তার শিক্ষার নমুনা? তিনি তার সন্তানদেরকে কী শিক্ষা দিচ্ছেন?

আমি পুনরায় দ্ব্যর্থভাষায় ব্যক্ত করছি যে, বি.আই.সি সম্পর্কিত আমার বিরুদ্ধে আনীত আয়ুবুর রহমান চৌধুরীর সকল অভিযোগ নির্জলা মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। আমি অনুরোধ করবো যেকোন মহৎ ও ধর্মপ্রান পাঠক তাঁর সাথে যোগাযোগ করে যেন আমার বিরুদ্ধে আনীত অপবাদের প্রমান দাবী করেন। আমি জানি আমার এই প্রতিবাদের বিপক্ষে আয়ুবুর রহমান চৌধুরী কখনো কলম ধরতেও সাহস পাবেন না, কারণ তিনি মিথ্যা ও কাল্পনিক জগতের বাসিন্দা। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

কবির আহমেদ (রাজু), সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার (বি.আই.সি), সেফটন